দৈনিক বাংলা

019

তারিখ ... 23/4/84 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ছাত্র সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছিঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেছেন, দেশের যোগ্য নাগরিক হতে সাহায্য করতে ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে সরকার সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

বাসসর খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট রোববার ঢাকায় হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, তোমরা আমাদের সম্পদ এবং একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন আমাদের তা তোমাদেরকেই সফল করতে হবে॥ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তা তোমরা অবশ্যই বৃথা যেতে দেবে না।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও বর্তমান সরকার ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্যে জ্ঞান অন্বেষা ও যথাযথ শিক্ষার মৌলিক চাহিদা মেটাতে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তিনি বলেন, ছাত্রজীবন দু'বার আসবে না। তোমরা অবশ্যই তোমাদের এই জীবনের সর্বোত্তম ব্যবহার করবে।

তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, দলীয় রাজনীতি পরিহার, ও দেশ গঠনের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ—এই চার নীতি মেনে চলার জন্যে ছাত্রদের পরামর্শ দেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার ও পরিস্থিতি উন্নত করার উপায় বের করার জন্যে তিনি ঐসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গত ২৪ মাসে ২১টি কলেজ সরকারের হাতে নেয়া হয়েছে এবং আরো ৩৫টি কলেজ উন্নয়নের স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে। ৯টি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করা হচ্ছে। ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় হল ও ১৭টি কলেজ ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হচ্ছে।

ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য ও শৃংখলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আমি যখন তোমাদের কাছে আসি, তোমাদের মধ্যে অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখি। তোমরা যদি গঠনমূলক কাজে তোমাদের শক্তি লাগাও তাহলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করতে পার।

মুহুর্মুহু করতালি ও স্বাগত

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

প্রথম পৃঃ পর

শ্লোগানের মধ্যে প্রেসিডেন্ট বলেন ঃ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ছাত্ররা, যারা আমাদের নিজেদেরই সন্তান, সঠিক পথ অনুসরণ করে তাহলে তারা আস্থার সঙ্গে ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিতে পারবে।

এর আগে কলেজ প্রাঙ্গণে পৌঁছালে প্রেসিডেন্টকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়া হয়। তাঁকে বিপুল ভাবে মাল্যভূষিত করা হয় ও তাঁর গায়ে ফুল ছিটানো হয় এবং স্বাগত সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। তাঁকে বেশ কয়েকটি উপহার দেয়া হয়।

স্বাগত ভাষণে জেনারেল এরশাদের নীতি ও কাজের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে যারা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্য জনাব আনোয়ার হোসেন খান চৌধুরী, নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের আহবায়ক জনাব রফিকুল হক হাফিজ, কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ জনাব আবদুর রাজ্জাক, কলেজ গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান জনাব হাফিজ আহমেদ মজুমদার ও কলেজ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ।